হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ১৬৩/২০০৬

মোঃ নজরুল ইসলাম ওরফে লিপ্টন

---- আসামী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

-------প্রতিপক্ষদ্বয়।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

--- আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ২৩.০২.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০১.০৩.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ দায়রা জজ, চুয়াডাঙ্গা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং ৫১/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৯.০১.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশে বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞডেপুটি এটর্নী জেনারেল এ্যাভোকেট মোঃ আশেক মোমিন বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র-প্রতিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল মোঃ আশেক মোমিন এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ১ম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চুয়াডাঙ্গা কর্তৃক সি, আর মামলা নং ৬৫৫/৯৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮-০১-২০০২ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"বাদীর নিজ নামীয় তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির উপর হাউজ বিল্ডিং এর লোনের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত বাড়ী বিক্রয়ের সহরত দিনে আসামী উক্ত

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সম্পত্তিতে ও বাড়ী ও ক্রয় করিয়া লয়। চুক্তি অনুযায়ী বাড়ী তৈরী বাবদ হাউজ বিল্ডিং এর ঋণের টাকা সুদসহ বাড়ীর বকেয়া সমস্ত টাকা বাবদ ৫,৬০,৬৬৫/-টাকা পরিশোধ করবে মর্মে বাদীর সহিত মৌখিক ভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়। অথচ আমার সেটা না করে খেলাপী হতে থাকলে বাদী উক্ত টাকা দাবী করে বাদীর বাড়ী ও টাকা ফেরত চাইলে সে টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করে। এর ফলে মামলার উদ্ভব। আসামী পক্ষের বক্তব্য আসামী পলাতক কোন জেরা নেই। চার্জ গঠন বিষয়ক:- আসামীর বিরুদ্ধে গত ১৮-১২-২০০০ তাং চার্জ গঠন করা হয়। সাক্ষ্যের সার সংক্ষেপ ও আলোচনা ঃ- পি, ডব্লিউ-১ তার সাক্ষ্যে বলেন যে, আসামী নজরুল ইসলাম আসামীর নিকট বাড়ী বিক্রয় করি। বাড়ীর বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ও পানির বিল পরিশোধ করবে। এই মর্মে একটি চুক্তি হয়। স্ট্যাম্পের বর্ণনা অনুযায়ী আসামী টাকা পরিশোধ করে নাই। তখন ৩-৯-৯৯ তারিখে ৫,৬০,৬৬৫/- টাকা ফেরত চাই। আসামী ঐ টাকা দিতে অস্বীকার করে। জেরা নেই। পি, ডব্লিউ ২ তার সাক্ষ্যে বলে যে, আসামী বাদীর নিকট থেকে হাউজ বিল্ডিং এর বাড়ী কেনে। চুক্তি হয় যে, বাড়ীর সমুদয় বকেয়া পরিশোধ করবে। আমি উপস্থিত থেকে স্বাক্ষর করি। ২৮-১১-৯৬ তাং চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী ৫,৬০,৬৬৫/- টাকা পাওনা হয়। আসামীকে টাকা পরিশোধ করতে আমি বলি। জেরা নেই। পি, ডব্লিউ ৩ তার সাক্ষে বলে যে, বাদীর নিকট থেকে আসামী বাড়ী কেনে। বাড়ীর বিদ্যুৎ বিল সহ যাবতীয় পাওনা আসামীর পরিশোধ করার কথা ছিল কিন্তু পরিশোধ করে নাই। ৩-৯-৯৯ তারিখে আসামী টাকা দিতে অস্বীকার করে। জেরা নেই। পি, ডব্লিউ-৪ তার সাক্ষ্যে বলে যে, আমাদের পাড়াতে বাদীর বাড়ী আছে। ঐ বাড়ী আসামী কেনে। বাড়ীর বকেয়া বিদ্যুৎ বিলসহ যাবতীয় টাকা পরিশোধ করার কথা লিখিত হয় ২নং কলামে আমার স্বাক্ষর আছে। আসামী কোন টাকা পরিশোধ করে নাই। ৩-৯-৯৯ তারিখে আসামী বকেয়া টাকা দিতে অস্বীকার করে।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জেরা নেই। সাক্ষ্য পর্যালোচনা, সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের কারণ সমূহ:- সাক্ষ্য সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, অত্র মামলার আসামী পক্ষের কোন বক্তব্য রেকর্ড নেই। আসামী পলাতক ছিল। সে জন্য সে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আসামী হারিয়েছে। সাক্ষ্য সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, আসামী বাদীর নিকট থেকে একটি বাড়ী ক্রয় করেছিল। শর্ত ছিল বাড়ীর বকেয়া সকল বিদ্যুৎ বিলসহ মূল্য পরিশোধ করবে। পরবর্তীতে উক্ত টাকা ও মূল্য ও বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে নাই। গত ৩-৯-৯৯ তারিখে অস্বীকার করেছে। সাক্ষীর সাক্ষ্য সমূহে যেহেতু জেরা নেই, সে জন্য আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হারিয়েছে। উপরে উল্লিখিত সাক্ষ্যের সার সংক্ষেপ সকল সাক্ষীর বক্তব্য কে সমর্থন করে। সকল সাক্ষীই একইরূপ কথা বলেছে এবং কোন প্রকার contradiction নেই। টাকা ফেরত দেওয়র কথা অস্বীকার করার কথা পিডব্লিউ-১ এবং পিডব্লিউ-৪ একই তারিখ উল্লেখ করেছে। বাড়ী বিক্রয় করার টাকার পরিমান ৫,৬০,৬৬৫/- টাকা অর্থাৎ টাকার (অস্পষ্ট) figures. P. W.-1, P. W.-2 একই অংক উল্লেখ করেছে। টাকর অংক তারিখ সব কিছুই সাক্ষীগন বর্ণনা করেছে। কোন প্রকার conadiction নেই। আর্জির সাথেও মিল পাওয়া গেল। সাক্ষ্য থেকে মামলাটি বাদী পক্ষ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে । সে জন্য আমি আসামী নজরুল ইসলামকে দোষী সাব্যস্ত করলাম এবং শাস্তি আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। আদেশ অতএব আদেশ হচ্ছে যে, বাদীপক্ষ কর্তৃক অত্র মামলার আসামী নজরুল ইসলাম (লিটন) এর বিরুদ্ধে আনীত দ:বি: ৪২০ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হওয়ায় আসামীকে কা: বি: ২৪৫(২) ধারা মতে আসামীকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হলো। পলাতক বিধায় ধৃত হওয়ার তাং সে রায় কার্যকর হবে। স্বাক্ষর: অস্পষ্ট ৮-১-২০০২ (এ,কে,এম, মাসুদুর রহমান) ১ম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট, চুয়াডাঙ্গা স্বাক্ষর: অস্পষ্ট ৮-১-২০০২ (এ,কে,এম, মাসুদুর রহমান) ১ম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট, চুয়াডাঙ্গা

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দায়রা জজ আদালত, চুয়াডাঙ্গা কর্তৃক ক্রিমিনাল আপীল নং -৫১/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৯.০১.২০০৬ তারিখের আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ *অদ্য নিম্ন আদালতের নথি প্রাপ্ত সাপেক্ষে তামাদী প্রশ্নে গ্রহণ যোগ্যতা বিষয়ে শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। নিম্ন আদালতের নথি পাওয়া গিয়াছে। নথিটি তামাদী প্রশ্নে গ্রহণ যোগ্যতা বিষয়ে শুনানীর জন্য লওয়া হইল।* *আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় সি,আর ৬৫৫/৯৯ নং মোকদ্দমায় বিগত ইং ৮-১-২০০২ তারিখে আপীলকারী আসামীকে দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করতঃ ৩ (তিন) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়। উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে বিগত ইং ১৪-১১-২০০৫ তারিখে অত্র ফৌজদারী আপীল মামলাটি দায়ের করা হয় যাহা ৩ বৎসর ০৯ মাস ১৯ দিন তামাদী। সুতরাং উক্ত তামাদী মওকুফের দরখাস্তে বর্ণিত বক্তব্য আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে এবং কোন যুক্তিসংগত কারণ না থাকায় তামাদী মওকুফের দরখাস্ত নামঞ্জুর করা গেল এবং আপীলটি সরাসরি অগ্রাহ্য করা গেল।* *আমার বলা মতে লিখিত ও সংশোধিত।* *স্বাক্ষর: অস্পষ্ট* — *(মোল্লা মোস্তফা কামাল)* — *দায়রা জজ আদালত, চুয়াডাঙ্গা* *স্বাক্ষর: অস্পষ্ট* — *(মোল্লা মোস্তফা কামাল)* — *দায়রা জজ আদালত, চুয়াডাঙ্গা* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মোঃ গোলাম মোস্তফা শেখ, কমিশনার, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা, ওয়ার্ড নং-১ কর্তৃক বিগত ইংরেজী ১৭.১০.১৯৯৯ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-** “ বরাবর, প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট আমলী ‘ক’ অঞ্চল আদালত, চুয়াডাঙ্গা। **বিষয়ঃ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন প্রদান প্রসঙ্গে।** জনাব, আপনার আদালতের স্মারক নং ৫৩০ তারিখ ০৭.০৯.৯৯ মোতাবেক মামলার তদন্তভার আমার উপর অর্পিত হইলে আমি মামলার ঘটনার বিষয়ে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মামলার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং মামলার স্বাক্ষী ও বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এবং বাদী কর্তৃক উপস্থাপিত কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া নিম্ন বর্ণিত বিষয়াবলী লক্ষ্য

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করি। অত্র মামলার বাদী চুয়াডাঙ্গা থানার অন্তর্গত ৪২নং চুয়াডাঙ্গা মৌজায় তাহার নিজ নামীয় সাবেক ৩৪৩২নং দাগের জমিতে হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া বসবাস করিয়া আসার এক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধের প্রয়োজনে উল্লেখিত জমি ও তাহর উপস্থিত বাড়ী বিক্রয় করিবার ঘোষনা দেওয়া মতে মামলার আসামী " নজরুল ইসলাম" উক্ত বাড়ীর বাবদ গৃহীত ঋনের টাকা সুদসহ সংযোগকৃত বিদ্যুৎ বিল বকেয়াসহ পরিশোধ করিবার শর্তে বাদীর তফসিল বর্ণিত বাড়ী দখল লইয়া দীর্ঘ সময় অবস্থান করা সত্ত্বেও বাদীর সহিত চুক্তি মোতাবেক ঋণের টাকা ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করাতে বাদী আঃ মান্নান নোটিশ প্রাপ্তে ঘটনার বিষয় স্থানীয়ভাবে শালিশ বৈঠক ডাকে এবং উক্ত শালিশ-এ আসামী নজরুল ইসলাম পুনরায় ৫০/(পঞ্চাশ) টাকার স্ট্যাম্পে উপরোল্লিখিত শর্তে আরেকটি চুক্তিনামা লিখিয়া দেয়। উল্লেখিত চুক্তিনামা লিখিত পঠিতসহ স্বাক্ষর দানের বিষয়ে স্বাক্ষীদেরসহ মামলার আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। ঘটনার বিষয়ে সরল বাদীকে বিশ্বাস স্থাপন করাইয়া আসামী দীর্ঘদিন সুবিধা ভোগ করিয়া পরবর্তীতে প্রতারনা ও বিশ্বাসভংগ করিয়া ধুর্ত আসামী বাদীকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে। ইহা আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরিত হইল। ইতি, মোঃ গোলাম মোস্তফা শেখ কমিশনার চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা ওয়ার্ড নং-১।" আঃ মান্নান, পি,ডব্লিউ-১ হিসেবে তার জবানবন্দিতে বলেন যে, "আসামী নজরুল ইসলাম। আসামীর নিকট বাড়ী বিক্রি করি। বাড়ীর বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ও পানির বিল পরিশোধ করবে এমনে একটি চুক্তি হয়। গোলাম মোস্তফা, এম এ হান্নান, নাজমুল হক, হীরা, আঃ হালিম এরা হাজির ছিলেন। এরা চুক্তি নামায় স্বাক্ষর করে। (অপাঠ্য) অনুযায়ী আসামী টাকা পরিশোধ করে নাই তখন আমার নামে নোটিশ (অপাঠ্য) ০৩.০৯.৯৯ ইং তারিখে আসামীর নিকট ৫,৬০,৬৬৫/- টাকা ফেরত চাই। আসামী ঐ টাকা দিতে অস্বীকার করলে উক্ত মামলা দায়ের করেকরে। আমি বিচার চাই। অভিযোগকারী আঃ মান্নান তার অভিযোগ, দরখাস্ত এবং পি,ডব্লিউ-১ হিসেবে সাক্ষে পরিস্কারভাবে যে কথাটি বলেছেন তা হল এই, অত্র আসামী নজরুল ইসলাম এর নিকট তার তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সংশ্লিষ্টতায় সকল দায় দেনাসহ বিক্রয় করেছেন এবং ক্রয়ের সময় বাদীর বাড়ী তৈরী বাবদ হাউস বিল্ডিং সংস্থা হতে ঋণের সুদসহ সমস্ত টাকাই নিয়মিতভাবে পরিশোধ করবেন মর্মে আসামী মৌখিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হলেও চুক্তি অনুযায়ী গৃহীত ঋণের টাকাসহ বিদ্যুৎ বিল নিয়মিত পরিশোধ না করে খেলাপী করতে থাকলে বাদী গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মোকাবিলায় আসামীকে এ সকল ঋণ ও বিল পরিশোধ করার জন্য টাকা দাবী করলে আসামী বিগত ইংরেজী

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২৮.১১.৯৬ তারিখে ৫০/- টাকার স্ট্যাম্পে একটি চুক্তি নামা লিখিয়ে দেয় এবং উক্ত চুক্তি মোতাবেক বাদী উল্লিখিত বাড়িটি আসামীর অনুকুলে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র বসবাস করা অবস্থায় হাউস বিল্ডিং এর ঋণ, বিদ্যুৎ বিল ও পানি বিল এর নোটিশ অভিযোগকারীর বরাবরে আসলে অভিযোগকারী জানতে পারেন যে, উল্লিখিত বিদ্যুৎ বিল, পানি বিল, হাউস বিল্ডিং ঋণ বাবদ ৫,৬০,৬৬৫/- টাকা বাকী পড়েছে। আসামী উল্লেখিত বকেয়া পরিশোধে কালক্ষেপন করে এবং সর্বশেষ ঘটনার তারিখে টাকা দিতে অস্বীকার করলে আসামী বর্ণিত অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। কিন্তু অত্র অভিযোগকারী বাদী কোন অঙ্গীকারনামা আদালতে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন নাই। এছাড়াও অভিযোগনামায় উল্লেখিত বিগত ইংরেজ ২৮.১১.৯৬ তারিখের ৫০/-টাকার ষ্ট্যাম্পে সম্পাদিত চুক্তিনামা আদালতে উপস্থাপন করতে পারেন নাই। বাদীর সাথে আসামীর চুক্তিনামা অঙ্গীকারনামা অনুপস্থিতিতে বাদীর অভিযোগেরই কোন ভিত্তি এজাহার এবং সাক্ষী থেকে প্রতীয়মান হয়না বরং বাদীর অভিযোগনামায় বাদী একবার বলছেন বাদী আসামীর কাছে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিটি বিক্রয় করেছেন কিন্তু কোন বিক্রয় দলিল আদালতে উপস্থাপন করতে পারেন নাই। আবার বাদী অভিযোগ নামায় বলছেন " বাদী সরল বিশ্বাসে তফসিল বর্ণিত বাড়িটি আসামীকে ব্যবহার করতে দেওয়ায় আসামীর অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। " অর্থাৎ বাদী অভিযোগপত্রে একবার বলছেন বাড়িটি আসামীর নিকট বিক্রয় করছেন আবার বলছেন বাড়িটি আসামীকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। অর্থাৎ বাদী পরস্পর বিরোধী অভিযোগ উপস্থাপন করেন। ফলে বাদীর অভিযোগপত্র মোতাবেকই বাদী আদালতে মিথ্য বলছেন এটি প্রমানিত। বাদীর অভিযোগপত্র মোতাবেকই অত্র মোকদ্দমাটি একটি মিথ্যা মোকদ্দমা ইহা কাঁচের মত স্পষ্ট। ***দন্ডবিধির ৪২০ ধারা গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ*** *" 420. Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person, or to make, alter or destroy the whole or any part of a valuable secutiry, or anything which is signed or sealed, and which is capable of being converted into a valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.* *৪২০। প্রতরাণা ও সম্পত্তি সমর্পণ করিবার জন্য অসাধুভাবে প্রবৃত্তি করাঃ* *যে ব্যক্তি প্রতারনা করে এবং তদ্দারা অনুরূপ ফাঁকি প্রদত্ত ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি সমর্পণ করিতে, অথবা কোন মুল্যবান জামানত কিংবা মুল্যবান জামানতে রূপান্তরিত হইবার যোগ্য কোন স্বাক্ষরিত ও সীলমোহরকৃত বস্তু প্রস্তুত, পরিবর্তন, অথবা সম্পুর্ণরূপে বা অংশতঃ বিনষ্ট*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করিবার জন্য অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করে সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদন্ডে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে-দন্ডিত হইবে এবং অদুপরি অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে।''
		প্রতারনা অপরাধ যদি কাউকে দায়ী করা হয় তাহলে অবশ্যই দেখাতে হবে যে, তথায় পুর্ব হতে প্রতারণা করিবার জন্য অপরাধজনক অভিপ্রায় কাজ করছিল। বর্তমান মোকদ্দমায় পুর্ব থেকেই অত্র আসামী প্রতারনার নিমিত্তে কি অভিপ্রায় ছিল তা এখানে সম্পুর্ণভাবে অনুপস্থিত বরং অভিযোগপত্র এবং অভিযোগকারী পি,ডব্লিউ-১ সাক্ষ্য পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে অভিযোগকারী তার অভিযোগপত্রে স্পষ্ট বলেছেন যে, তিনি আসামীকে সম্পত্তি বিক্রয় করার সহরত দিলে আসামী সেটি ক্রয় করে। আবার তিনি বলছেন যে, তিনি আসামীকে এটি ব্যবহার করার নিমিত্তে দিয়েছেন কথিপয় শর্তে। অভিযোগকারীর অভিযোগ এবং সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রতারণার কোন উপাদান পরিস্ফুটিত হয়নি বিধায় অত্র মোকদ্দমাটি চুড়ান্ত হওয়ার যোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র. রুলটি চুড়ান্ত করা হল। বিজ্ঞ ১ম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চুয়াডাঙ্গা কর্তৃক সি. আর. মামলা নং- ৬৫৫/১৯৯৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০১.২০০২ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ এবং বিজ্ঞ দায়রা জজ, চুয়াডাঙ্গা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ৫১/২০০১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৯.০১.২০০৬ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল। অত্র মামলার আসামী দরখাস্তকারী মোঃ নজরুল ইসলাম ওরফে লিটন, পিতা- মৃত ইশা হক আলী, গ্রাম: গোরস্থান পাড়া (চুয়াডাঙ্গা), থানা- চুয়াডাঙ্গা, জেলা: চুয়াডাঙ্গাকে দন্ডবিধির ৪২০ ধারার অপরাধের অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। দরখাস্তকারী এবং তার জামিনদারকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।